নয়া দিগন্ত

ঢাকা, মঙ্গলবার ৬ চৈত্র ১৪১৮, ২০ মার্চ ২০১২

বাল্যবিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে বাধা

ড. এম আজিজুর রহমান

জাতিসঙ্ঘের সংজ্ঞানুসারে ১৮ বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের শিশু বলা হয়। ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েশিশুর বিয়েকে বাল্যবিয়ে বলে। বাংলাদেশে পুরুষের তুলনায় নারীরা কম ক্ষমতার অধিকারী। একটা দেশের উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের দিকে জোর দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নারীর উন্নয়ন ছাড়া মানবজাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানবসভ্যতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ে যে একটি বিরাট বাধা সেটা এখন সারা বিশ্বের আলোচিত বিষয়। বিশ্ব উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান কৃতিত্বের দাবিদার। কবি নজরুলের ভাষায় 'এ জগতে যাহা কিছু মহান চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর'। পারিবারিক জীবনে নারী বা পুরুষ কাউকেই অবহেলা করা যাবে না। কায়িক শ্রমনির্ভর কাজগুলোতে নারীর তুলনায় পুরুষেরা এগিয়ে। মেধানির্ভর কাজগুলোতে যেমন– ব্যবসায় ও বড় বড় পেশাগুলোতে পুরুষদের তুলনায় নারীরাও কোনো অংশে কম নয়। নারীরাও আস্তে আস্তে পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে দক্ষ শ্রমিক ও উন্নত মানবসম্পদের গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ চীনসহ বেশ কিছু দেশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদের জন্য। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রচুর উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার কারণেই পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। এর মধ্যে বাল্যবিয়ে অন্যতম। বেশির ভাগ পরিবারেই নারীর শ্রমকে আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। বাবা-মা তাদের কন্যাসন্তানের দায়ভার ও দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে পারে না বলেই অপ্রাপ্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়। এভাবে বিবাহিত এবং অপরিপক্ব মেয়েরা বাবা-মায়ের সংসার ছেড়ে শ্বশুরালয়ে যায়। তাই উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে বাল্যবিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি যা নারী ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বাল্যবিয়ে (১৮ বছরের কম বয়স) আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। এই আইন যথাযথভাবে না মানার কারণে বাল্যবিয়ের মাত্রা বেড়েই চলেছে। ২০০৭-এর জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী বাল্যবিয়ের হার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাত্রায় যেমন– পাকিস্তান ৩৪ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ৪০ শতাংশ, মধ্য-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ৪২ শতাংশ। বাংলাদেশের বেশির ভাগ নারীই মুসলমান, যাদের বেশির ভাগই বিবাহিত ও কম শিক্ষিত। উল্লিখিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের হার তুলনামূলক বেশি। এই বাল্যবিয়ে নারী জাগরণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের রীতিনীতি ও রক্ষণশীল সংস্কৃতিতে নারীরা খুব একটা উৎপাদনশীল জীবনযাপন করতে পারেন না। বাল্যবিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কোনো আশাব্যঞ্জক দিক নয়। নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম উপায় হচ্ছে তাদের যথাযথ শিক্ষিত করে তোলা। বিশেষ করে কর্মমুখী শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উক্তি অনুযায়ী শিক্ষা মানুষকে বদলে দেয়। শিক্ষিত নর-নারী সবাই জানবে সমাজে তাদের ভাগ্য কিভাবে উন্নয়ন করতে হবে। নারী শিক্ষা, নারী জাগরণ এবং নারী ক্ষমতায়ন দেশের সুশাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

লেখক : ভিসি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা